৭৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮ ...

প্রাথমিক স্তর উঠে যাচ্ছে রাজধানীর সরকারি হাইস্কুলগুলো থেকে

রাশেদ আহমেদ ।। ঢাকার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে প্রাথমিক স্তর তুলে দেয়া হবে। এসব বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালু থাকবে। এছাড়া ঢাকা মহানগরীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্যে শতকরা ১০ ভাগ কোটা রাখা হবে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, আগামী বছর থেকেই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্যে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়লে খুব সহজেই নামি যেকোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে।

সূত্র জানায়, মহানগরীর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে প্রাথমিক স্তর তুলে দেয়া হবে পর্যায়ক্রমে। আগামী বছর ৩টি স্কুলে স্তর ঃ পৃঃ ১২ কঃ ১

স্তর ঃ উঠে যাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে। এই বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে, ঢাকা কলেজিয়েট হাইস্কুল, মতিঝিল সরকারি হাইস্কুল এবং ধানমন্ডি সরকারি হাইস্কুল। সূত্র জানায়, ঢাকা শহরে অবস্থিত ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তর থাকায় খুবই জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাথমিক শ্রেণীগুলোর ক্লাস নিতে জায়গার সংকুলান হয় না। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রাথমিক পর্যায়ের ক্লাস নিতে হয়। এসব সমস্যার কথা উল্লেখ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরিয়ে নেয়ার সুপারিশ করে শিক্ষা অধিদপ্তর। পরে এই সুপারিশ নিয়ে মন্ত্রণালয়ে কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার পর বর্তমান সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সূত্র আরো জানায়, ঢাকা মহানগরীতে যে ৩২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেসব বিদ্যালয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তান সম্প্রতি পড়াতে আগ্রহী নন। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মিডিয়ামের স্কুলের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এ সব স্কুলের কারিকুলাম অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে পরে মাধ্যমিক শ্রেণীতে এসে মারাত্মক সমস্যায় পড়ে। এই সব সমস্যা দূর করার জন্যেই সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ ভাগ কোটা রাখা হয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্যে। এতে করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ